দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ....
7 MAY 2003

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও দলীয়করণ?

রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের মতো দলীয়করণও
দেশ আর সমাজের সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক বিকাশ-
প্রক্রিয়ায় হন্তারক একটি ব্যাধি। তৃতীয়
বিশ্বের কোন কোন দেশে উভয়বিধ ব্যাধিই
কমবেশি প্রকট। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের
দেশেও বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতাসীন মহলকে
উক্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে দেখা গেছে। তবে
বর্তমান সরকারের আমলে রাজনীতির
দুর্বৃত্তায়ন আর দলীয়করণ যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, উভয়
ব্যাধি হাত ধরাধরি করে চলে। তারা একে অপরের পরিপূরক। উভয়ের অব্যাহত
অগ্রযাত্রা এখন নিরপেক্ষ দৃষ্টিকেও আহত করে। রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের অজস্র
নজির যেমন ছড়িয়ে আছে সর্বত্র তেমনি দলীয়করণেরও। চারদলীয় জোট
ক্ষমতাসীন হবার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সকল রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক
সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে, প্রশাসনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা
ব্যবস্থা ও সংস্থায়, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বস্তরে দলীয়করণের প্রায় উন্মত্ত ও
দৃষ্টিকটু প্রয়াস শুরু হয়েছিল। তাতে ছেদ পড়ার কোন লক্ষণই এখনও নজরে
আসছে না। এনজিও পর্যায় পর্যন্ত সেটা পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তদুপরি নিত্যনতুন
নানা আলামত ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের মতো দলীয়করণ
প্রয়াসও পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এরূপ একটি আলামত হচ্ছে দেশের
সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সরকারী সিদ্ধান্ত।
গত সোমবার জনকণ্ঠে- আহমেদ দীপু পরিবেশিত রিপোর্টে এ আশঙ্কা ব্যক্ত
হয়েছে যে, সরকারী-বেসরকারী সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম
পর্যবেক্ষণের জন্য সরকার কর্তৃক গঠিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জেলা ও উপজেলা
কমিটির আওতায় যেসব শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি গঠিত হবে সেগুলোর
মাধ্যমে দলীয়করণ বা দলীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ রাখা হয়েছে।
সরকারী-বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ (সকল ধরনের) সরকারের
নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত থাকুক—এটা আমরা বলি না। কিন্তু এগুলোর ওপর দলীয় নিয়ন্ত্রণ
প্রতিষ্ঠিত হোক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'রেজিমেন্টেশন' ঘটুক এটাও কারও কাম্য হওয়া
উচিত নয়। দুনিয়ার ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল
সংস্থা-প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থায় দলীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, বিশেষ করে শিক্ষা
প্রতিষ্ঠান দলীয়করণের দ্বারাও ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার চেষ্টা কখনও এবং কোথাও
সফল হয়নি। কাজেই আমরা আশা করতে চাই যে, আহমেদ দীপুর প্রতিবেদনে
ব্যক্ত আশঙ্কাটি সত্য প্রমাণিত হবে না এবং সরকারের বর্ণিত সিদ্ধান্তটিতে শিক্ষা
প্রতিষ্ঠানে দলীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ থাকলে তা বন্ধ করে দেয়া হবে।